وعلى عبده المسيح الموعود — | نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পাক্ষিক

# আহমদী

ত্রয়োদশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—৩ | প্রতি কপি—৵০

১৫ই মাহে সোলেহ—১৩২২ হিঃ, শঃ ] —— [ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ইং


## বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি আহ্‌মদীয়ৎ প্রচারের পথ উন্মুক্ত করিতেছে

## শ্রেষ্ঠতম কোরবাণীর জন্য প্রস্তুত হও

### হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র ( আইঃ ) খোৎবা

২৭শে নবেম্বর, শুক্রবার

অনুবাদক—মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহমদ ( মোবাল্লেগ )

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ ( আইঃ ) সুরে ফাতেহা পাঠ করার পর আপন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া, তহরীকে জদীদের নবম বর্ষের আহ্বান; যাহা ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪২ ইং তারিখের আহমদীতে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার পর বলেন,—

"আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের জন্য বহু নিদর্শন প্রকাশ করিতেছেন এবং বিশ্বব্যাপি তুমুল আবর্ত্তন পরিবর্ত্তনকে এইরূপ ভাবে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, যাহার ধারণা করা ইতিপূর্ব্বে নিতান্তই অসম্ভব ছিল। বিগত মহাসমরের পর মানব মাত্রেরই ধর্ম্মের প্রতি আশক্তি একেবারে তিরোহীত হইয়া পড়ে, কারণ বিগত যুদ্ধের তীব্রতা মানব জীবনকে এরূপ উদাসীন করিয়া দেয় যে তাহারা তাহাদের সল্পকালের জীবনকে ন্যায় অন্যায়ের বন্ধন হইতে মুক্ত রাখিয়া অধিকতর আরাম উপভোগে কাটাইতে প্রয়াস পায়। সুতরাং ঐ যুদ্ধের পর নৃত্য সাঙ্গতের ঝঙ্কার এরূপ প্রাধান্য লাভ করিল যে পৃথিবী পাপের বোঝে ডুবিয়া গেল ও আল্লার আরশ কম্পিত হইয়া উঠিল। মানুষের কর্ত্তব্য ছিল যে ঐ যুদ্ধের তীব্রতা হইতে এই শিক্ষা আহরণ করে যে, মানুষের সকল প্রকার সুখ শান্তি আল্লার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আল্লার অনুগ্রহ পাইবার পথে অগ্রসর হয়. কিন্তু তাহারা ঐ পথে না গিয়া নৃত্য সঙ্গিতাদি অবলম্বনে আরাম উপভোগের প্রচেষ্টা করিতে থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকা ইহার পূর্ব্বেও আরাম উপভোগে ও নৃত্য সঙ্গিতে লিপ্ত ছিল। এখন রেডিও আবিষ্কার হইয়া তাহাদের সঙ্গিতাদি শ্রবণের আরও সহায়তা করিতেছে। তাহারা মনে করিল অর্থ সঞ্চয় করিয়া কি ফল হইবে, যখন এই যুদ্ধে এত ধন রত্ন ধ্বংশের মুখে পতিত হইয়াছে সুতরাং তাহারা আমোদ প্রমোদের দিকে এত ঝুকিয়া পড়িল যে পূর্ব্বে যাহাকে অন্যায় ও ব্যভিচার মনে করিত এখন তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় জিনিষ বলিয়া পরিগণিত করিল। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক ভীষণ যুদ্ধের সুচনা হইয়া পড়িল। বিগত মহাসমরের বিশ বৎসরও অতিক্রম হইল না আবার ভীষণ আকারের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। প্রথম যুদ্ধ ১৯১৯ ইং সালের অক্টোবর মাসে শেষ হইয়াছিল, আর এই ২য় যুদ্ধ ১৯৩৯ ইং সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হইল। মোট কথা ১৯ বৎসরের মধ্যেই আল্লাহ্‌তায়ালা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এইরূপ জীবনের ফল কিরূপ দাঁড়ায়। উহা শান্তি লাভের এক মিথ্যা আন্দোলন ছিল। আমোদ প্রমোদের এই মিথ্যা আন্দোলন ১৯ বৎসরও পৃথিবীকে শান্তিতে রাখিতে পারিল না,—এক মহা যুদ্ধের সুচনা করিয়া দিল যাহার তুলনায় পূর্ব্বকার যুদ্ধ ছেলে খেলার মত দেখাইতেছে। পূর্ব্বে যেমন গুলাইল দ্বারা যুদ্ধ হইত পরে রাইফেল দ্বারা যুদ্ধ পরিচালিত হইতে লাগিল তেমনই বর্ত্তমান যুদ্ধের তুলনায় পূর্ব্বকার যুদ্ধ গুলাইলের যুদ্ধের ন্যায় পরিগণিত হইতেছে। ১৯১৯ ইং সালের যুদ্ধ ও ১৯৩৯ ইং সালের যুদ্ধে এতদূরই পার্থক্য রহিয়াছে। পূর্ব্বকার যুদ্ধে এক বৎসরে যত বোমা ফেলা হইত, বর্ত্তমান যুদ্ধে কোন কোন সময় এক দিনেই একই জাগায় তত বোমা ফেলা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব যুদ্ধে এক মাসের গোলা বর্ষণের ফলে যেমন রাস্তা ঘাট নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত, বর্ত্তমান যুদ্ধে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তদ্রূপ গোলা বর্ষিত হইয়া রাস্তা ঘাট অস্তিত্ব বিহীন হইয়া যায় এবং মৃত দেহ ও এমারতাদির ভগ্নাবশেষ ছাড়া আর কিছুই পরিলক্ষিত

হয় না। সেই দিন কোথায়? যে দিন এক বিমান চালক দুই তিন জন লোক বা ৫ মন গোলার বোঝা লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে পারিত না, আজ তো এক বিমান চালক দশ বিশ হাজার পাউণ্ডের গোলা লইয়া অনায়াসে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে। আজ এক বিমান যুদ্ধে একই সহরে চারি হাজার টন বা সোয়া লক্ষ মন গোলা নিক্ষেপ করা হইতেছে। ইহা দ্বারাই তোমরা অনুমান করিতে পার যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী যুদ্ধ হইতে কত অধিক ধ্বংশকারী।

আজ হইতে প্রায় পাঁচ মাস পূর্ব্বে জার্ম্মান দেশের অন্তর্গত "কলোন" নামক সহরে গোলা বর্ষণ করা হইয়াছিল। ইদানিং সুইডেনের জনৈক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ঐ সহরে পরিভ্রমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক উহার যে বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রচার করিয়াছেন তাহা দ্বারা এই যুদ্ধের ভীষণতা অনায়াসেই আপনারা উপলব্ধী করিতে পারিবেন। তিনি বলেন, "ইদানিং আমি "কলোন" সহর দেখিয়া আসিয়াছি, পাঁচ মাস অতীত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সহরের গলি হইতে ইট পাথর সরাইয়া পরিষ্কার করা দূরের কথা, পক্ষান্তরে সহরবাসীকে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ঐ সহর এরূপ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে যে, "কলোন" সহর বলা চলে না বরং বলিতে হয়, কলোন এক সহর ছিল। হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর এলহামেও এরূপ বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে যে, ان شہروں کو دیکھ کر رو نا آیا۔ অর্থাৎ "এই সকল সহরকে দেখিয়া রোদন আসে।" (তজকেরাহ ৬৬৫) কোন কোন বন্ধু বলিয়া থাকেন যে হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন "ঐ সময়ের লোক ইহা বলিবে না যে অমুক সহর আছে বরং ইহা বলিবে যে অমুক সহর ছিল।" উক্ত সম্পাদক মহোদয় অবিকল এইরূপ বাক্যই ব্যবহার করিয়াছেন। হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কোন কোন স্থানে এরূপও লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'দৃষ্টান্ত স্বরূপ লাহোরকে লওয়া হউক,—মানুষে ইহা বলিবে না লাহোর সহর আছে বরং এরূপ বলিবে লাহোর কোন সময় সহর ছিল।' কলোন লাহোর হইতে বড় সহর, ছোট নহে, কিন্তু উক্ত সম্পাদক মহোদয় লিখিয়াছেন কলোনের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ যে তোমরা বলিতে পার না কলোন সহর আছে বরং বলিতে হইবে কলোন সহর ছিল। এই সহর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মাটির স্তুপ আকারে পরিণত হইয়াছে। তোমরা জান যে আড়াই বা তিন তোলা ওজনের গুলি কোন স্থান অতিক্রম করিলে কিরূপ সন্ সন্ শব্দ উৎপন্ন হয় কিন্তু এই যুদ্ধে কোন কোন সময় কয়েক ঘন্টার মধ্যে একই সহরে সোয়ালক্ষ মন বরুদ নিক্ষেপ করা হয় এবং ঐ স্থান এরূপ ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় যে লোকে বলিতে পারে না অমুক সহর আছে বরং বলিতে হয় অমুক সহর ছিল।

আজ পৃথিবী এরূপ ভয়াবহ অবস্থায় পরিনত হইয়াছে যে এই যুদ্ধ পূর্ব্বকার যুদ্ধের সহিত কোন তুলনাই হইতে পারে না। অতএব, আমার বিশ্বাস এই যুদ্ধের ফলে মানুষ ধর্ম্ম হইতে উদাসীন হইবে না বরং ইহার দরুণ মানুষের ধর্ম্মের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাইবে। মানুষের মধ্যে যে অধার্ম্মিকতা পাওয়া যাইতেছে তাহা ক্রমে লোপ পাইবে। কারণ, এখন হইতেই এই প্রকারের সুর উদ্ভব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সুরও তাহাদিগকে ধর্ম্ম হইতে দূরে রাখিবে কারণ তাহারা যাহাকে ধর্ম্ম মনে করে আমরা তাহাকে ধর্ম্ম মনে করি না। আমরা আল্লার অনুবর্ত্তীতাকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকি, আর তাহারা সঙ্ঘটনের অনুবর্ত্তীতাকে ধর্ম্ম মনে করে, তাই তাহারা যখন যে কোন নীতিকে দেশ বা জাতীয় উন্নতির জন্য প্রয়োজন মনে করে তাহাকেই উহার অন্তরভূর্ক্ত করিয়া লয়। এই মাত্র মৌলবী জালালুদ্দিন শমস সাহেবের একটি টেলিগ্রাম আমার হস্তগত হইয়াছে তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের বড় বড় পাদ্রিগণ সম্মিলিত ভাবে এই মিমাংসা করিয়াছেন যে, 'যদিও ইঞ্জিলে বলা হইয়াছে, মহিলাগণ উলঙ্গ মস্তকে গির্জ্জায় যেন প্রবেশ না করে তবুও আমরা আদেশ দিতেছি যে যদি মহিলাগণ উলঙ্গ মস্তকে গির্জ্জায় প্রবেশ করে তবে ইহা নিন্দনীয় নহে।' পাদ্রিদের এই মিমাংসা ঐরূপই হাস্যস্পদ যেমন এক পাঠান মহাম্মদ সাহেবের নমাজ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া হাস্যস্পদ হইয়াছিল কারণ ঐ পাঠান একদা হাদিস শরিফে পাঠ করিল যে হজরত রসুলে করিম (সাঃ) একদিন নমাজ পাঠ করিতেছিলেন এমন সময় কেহ দরজাতে আঘাত করিলে তিনি নমাজের মধ্যে থাকিয়াই একটু নড়িয়া দরজা খুলিয়া দেন, অথবা এই হাদিস পড়িতেছিল যে হজরত রসুলে করিম নমাজের মধ্যেই হজরত ইমাম হাছনকে কোলে নিয়া ছিলেন এবং সজিদা করার সময় নামাইয়া দিলেন। ইহা একটি ইসলামী শিক্ষা, ইহাকে ইসলাম অনুমোদন করিয়াছে, প্রয়োজন বশতঃ নমাজ পড়ার অবস্থায় শিশুকে কোলে লইতে পারে, কেব্‌লার দিকে মুখ রাখিয়া দরজা খুলিয়া দিতে পারে, সর্প বা বিচ্ছুকে মারিতে পারে কিন্তু শরিয়তের অভিজ্ঞ ফকিগণ লিখিয়াছেন যে নমাজে কিঞ্চিৎ নড়িলেই নমাজ নষ্ট হয়। ঐ পাঠান কন্‌জ নামক কেতাবে উহা পড়িয়াছিল কাজেই সে উক্ত হাদিস পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিল মোহম্মদ সাহেবের নমাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে জানিত না যে বিনা কারণে নড়াকে ফকীহগণ নমাজ নষ্টকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্যই সে হাস্যস্পদ হইয়াছিল। বাস্তবিকই ইহা হাসীর যোগ্য কারণ ধর্ম্মকে আল্লা অবতরণ করিয়াছেন এবং হজরত মোহম্মদ (সাঃ) ইহার ব্যবহারিক শিক্ষা নিজে আমল করিয়া দিয়াছেন অথবা ঐশী জ্ঞান লাভে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যাখ্যা করিয়া জনসাধারণে প্রচার করিয়াছেন। কনজের লিখক হজরত মোহম্মদ (সাঃ) এর জুতা বহন কারী ও নকল লিখক ছিল। নকল লিখক ব্যাখাকারী হইতে পারে না। অতএব অমুক বিষয় "কনজে" লিখা আছে বলিয়া হজরত রসুলে করিম (সাঃ) এর আমল বা কর্ম্ম "নাউজু বিল্লাহ" অশুদ্ধ হইতে পারে না। ইহা বাস্তবিকই মূর্খতা বিশেষ।

ইঞ্জিলে বলা হইয়াছে যে মহিলাগণ উলঙ্গ মস্তকে যেন গির্জ্জায় না আসে কিন্তু আমরা যেহেতু লাট পাদ্রি, আমরা আদেশ দিতেছি যে যদি মহিলাগণ উলঙ্গ মস্তকে গির্জ্জায় প্রবেশ করে তাহা নিন্দনীয় নহে। নিশ্চয় ইহা পাদ্রিদের মূর্খতার কাজ। ইহাও অসম্ভব নহে যে কল্যই আবার কেহ বলিতে পারে যে, আমরা উলঙ্গ বক্ষে বা এইরূপ পোষাক পরিধান করিয়া যদ্বারা সমস্ত শরীর দৃষ্টিগোচর হয়, গির্জ্জায় প্রবেশ করিতে চাই,—তখন হয়ত পাদ্রিসাহেব ইহাই বলিয়া দিবেন, ইঞ্জিলে অবশ্য ইহাকে নিষেধ করা হইয়াছে

কিন্তু আমরা যেহেতু লাট পাদ্রি আদেশ দিতেছি যে উলঙ্গ বক্ষে বা এইরূপ পোষাক পরিধান করিয়া যদ্বারা সমস্ত শরীর দৃষ্টিগোচর হইতে পারে গির্জ্জায় প্রবেশ করিলে নিন্দনীয় হইবে না। এই নীতি যে অতিশয় ভয়ানক তাহাতে সন্দেহ নাই।

মোট কথা, মহিলাদের গির্জ্জায় প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহতা'য়ালা তাহাদিগকে নিজের দিকে আকর্ষন করিতেছেন তাই তাহাদের হৃদয়ে আল্লার নৈকট্য লাভের স্পৃহা জন্মিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝাযায় যে আল্লাহতা'য়ালা পৃথিবীকে ক্রমে আকর্ষণ করিবার জন্য উপকরণ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

যখন ধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণের মনে জাগিয়া উঠিবে তখন ধর্ম্মের বাণী তাহাদের কর্ণগোচর করা নিতান্ত সহজ সাধ্য হইয়া পড়িবে,—মনে করুন আমাদের কাছে একটি সভ্যতার পুস্তক আছে এবং আমরা যদি জনসাধারণকে উহা পড়াইয়া তদনুযায়ী কর্ম্ম করাইতে চাই তবে আমাদিগকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বলিতে হইবে যে ইহা একটি অতি উত্তম সভ্যতার পুস্তক ইহাকে একবার পাঠ করিয়া তদনুযায়ী আপনার কর্ম্ম জীবনকে পরিচালন করিয়া দেখুন। তখন জনসাধারণ উহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি জনসাধারণের সভ্যতার প্রতি কোনরূপ আসক্তি না থাকে তাহাদের দ্বারে আঘাত করা মাত্র তাহারা বাহিরে আসিয়া বলিবে এরূপ পুস্তকের আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই, তখন আমাদিগকে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং আমাদের চেষ্টা ও যত্নের কোনই ফল হইবে না। এমতাবস্থায় আমাদিগকে জনসাধারণে সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা প্রচার করিতে হইবে সুতরাং এই কার্য্য এত দীর্ঘ ও সময় সাপেক্ষ হইবে যাহাকে শেষ করা সহজ সাধ্য হইবে না।

যখন জন সাধারণ সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট থাকিবে এবং উহার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করিবে তখন কোন হিন্দু বা শিখ তাহাদের নিকট সভ্যতার পুস্তক নিয়া গেলেও তাহারা তাহা পড়িয়াই দেখিবে। এমতাবস্থায় জনসাধারণে নিজের মতামত প্রচার করা নিতান্তই সহজ সাধ্য হইবে। দুনিয়ার অবস্থাও তখন এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে, যে ইউরোপ আজ সভ্যতার প্রতি লক্ষ্য করিতে প্রস্তুত নহে বলিয়া আমাদের মতামত তাহাদের কর্ণগোচর করান যাইতেছে না সেই ইউরোপও সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে তখন আমাদের মতামতও সহজেই কর্ণগোচর করান যাইবে। এই ইউরোপ পূর্ব্বকার ইউরোপের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইবে। পূর্ব্বকার ইউরোপ আমাদের মতামত শ্রবণ করিয়া পিঠে কর মর্দ্দন করতঃ আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিত এবং প্রত্যাবর্ত্তন করা মাত্রই তাহারা বলিত ইহারা কি বোকা অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছে। এই ইউরোপ আমাদের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া আমাদের মুখ মণ্ডলে চপেটাঘাত করিয়া বলিবে "রে! ধোকাবাজ তোরা আমাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে বহির্ভূত করিতে চেষ্টা করিতেছিস তোদের ধোকা কোন কাজে আসিবে না, আমরা খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।" যে পর্য্যন্ত ইউরোপ এই অবস্থায় পরিণত না হইবে সে পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট ধর্ম্মের কাহিনী কোন কাজে আসিবে না। ধর্ম্মশূন্য ইউরোপের কর্মমর্দ্দনকে আমরা পছন্দ করি না, কিন্তু যে ইউরোপ ধর্ম্মের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করিতে পারিয়াছে ও আল্লার নৈকট্য লাভের জন্য পিপাসু তাহাদের চপেটাঘাতও আমরা সাদরে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে কিন্তু এখনও স্থির করিতে পারে নাই কোন ধর্ম্মমত তাহারা গ্রহণ করিবে। এই সমস্ত লোকের হৃদয়-পট পরিষ্কৃত হইয়াছে—তাহাদের সম্বন্ধে হজরত মসিহে মাওউদ ( আঃ ) বলিয়াছেন,—যাহাদের হৃদয়-পট পরিষ্কার তাহাতে লিখা অতি সহজ। এইরূপ লোক যখন লক্ষ্য লক্ষ্য ইউরোপে বিরাজ করিবে, তখন আমাদের বহু লোকের বহু অর্থের ও বহু স্থিতিবান দৃঢ়-সঙ্কল্পশীল ব্যক্তি ও দোয়ার প্রয়োজন হইবে, যাহা আল্লার আরশকে কম্পিত করিয়া তুলিতে পারে। এই সমস্তের সম্মিলিত নাম তাহরিকে জদীদ"।

তাহরিকে জদীদ এই উদ্দেশ্যেই স্থাপন করা হইয়াছিল যেন এরূপ অর্থ সংগ্রহ হইয়া পড়ে যদ্বারা অতি সহজেই পৃথিবীর কোণে কোণে আল্লার নাম পৌছান যাইতে পারে ও কতকগুলি এরূপ লোক যেন সংগ্রহ হইয়া যায় যাহারা নিজ জীবনকে ধর্ম্মের প্রচারের জন্য উৎসর্গ করিয়া দেয় এবং জমাতের মধ্যে যেন দৃঢ় সঙ্কল্পকারী লোকের উৎপত্তি হয়, যাহা কার্য্যকারী জাতির মধ্যে পাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্য জমাতকে হাতে কাজ করার অভ্যাস করিতে, সিনেমা দেখার কার্য্য হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখিতে ও সরল ভাবে জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। কারণ কেহই কোন বড় কাজ করিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত না তাহার মধ্যে বড় কাজ করার যোগ্যতা উৎপন্ন হয়। কষ্ট সহিষ্ণু না হওয়া পর্য্যন্ত বড় কাজ করার যোগ্যতা উৎপন্ন হইতে পারে না এবং ঐ সময় পর্য্যন্ত কেহই কোন প্রকারের বড় কোরবানী বা ত্যাগ স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না। উচ্চ শিড়িতে আরোহণ করিতে হইলে প্রথমতঃ নিম্ন সিড়িতে পা রাখিতে হয়। কোন ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত নীচের সিড়িতে পা না রাখে উচ্চ সিড়িতে উঠিতে পারে না। আমি ইহা বলিতে চাই না যে, প্রত্যেককেই ইউরোপে বা আমেরিকায় বা জাপানে যাইতে হইবে কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে কিছু না কিছু লোক পাঠাইতেই হইবে। তাহাদিগকে এই কাজের জন্য সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, কিন্তু সকলেই নিজের অবস্থাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। এরূপ হইতে পারে যে জমাতের অধিকাংশ লোক অল্প কোরবানী করে এবং তন্মধ্যে কতক লোক বহু পরিমাণে কোরবানী করিতে সক্ষম হয়। ইহা কখনও হইতে পারে না যে জমাতের অধিকাংশ লোক আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকে এবং কতক লোক চূড়ান্ত রকমের কোরবানী করিতে সক্ষম হয়। অতএব জমাতের সকলকেই কোরবানী করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে ইহার মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠ কোরবানী করার তৌফিক দেন তাহারাই কোরবানী করিয়া আল্লার পুরস্কার লাভ করিবেন।

ক্রমশঃ

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার জনাব আমীর মহোদয়ের আদেশ

**কর্ম্মচারীদের প্রতি—**

আঞ্জোমনের কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এবং আঞ্জোমনের বহিপুস্তক, আসবাব পত্র ও বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা জনাব মৌলবী কাজী খলিলুর রহমান খাদিম, বি-এ, বি-সি-এস, সাহেব আঞ্জোমনের হিসাব পরীক্ষা করিয়া তাঁহার অডিট রিপোর্টে ( Audit Report ) যে সব সারগর্ভ উপদেশাদি দিয়াছেন তাহা স্থির ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া আমি নিম্নলিখিত বহিগুলি (Register Books) অবিলম্বে খুলার জন্য এসিস্‌টেন্ট সেক্রেটারী সাহেবকে নির্দ্দেশ দিতেছি।

১। রোজ নামচা ( Diary ) প্রত্যেক বেতন ভোগী কর্ম্মচারী ও জেনারেল সেক্রেটারী প্রত্যেকের দৈনিক কাজের বিবরণ প্রত্যেকের নিজ নিজ ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

২। জমা খরচ ( Cash Book )

৩। আয়ের রসিদ বহি ( Receipt Book )

৪। ব্যয়ের রসিদ বহি ( Sub-Voucher Book )

৫। খতিয়ান ( Khatian Book )

৬। পুস্তকের তালিকা ১নং ( Catalogue of Books Part I ) আঞ্জোমনের কাজের জন্য যে সব পুস্তকাদি ব্যবহৃত হয় তাহার তালিকা।

৭। পুস্তকের তালিকা ২নং ( Catalogue of Books Part II ) বিক্রয় ও বিনামূল্যে বিতরণের জন্য যে সব পুস্তকাদি ছাপান হয় তাহার জমা খরচ বহি।

৮। বাজে খরচ বহি ( Stationaries & Contingencies Accounts Book )

৯। ডাক খরচ ( Postage Accounts Book )

১০। অসিয়তের রেজীষ্টারী বহি (Register of Wasiyyat)

১১। তাহরীক জদীদের রেজীষ্টারী বহি ( Register of Tahrik Judid )

১২। মাসিক চাঁদার রেজীষ্টারী বহি ( Register of Monthly Subscriptions )

১৩। কাশ্মীর ফাণ্ডের রেজীষ্টারী বহি ( Register of Kashmir Fund )

১৪। রাহা খরচের রেজীষ্টারী বহি ( Register of Traveiling Allowance )

১৫। মাহিনার প্রাপ্তি স্বীকারের বহি ( Register of ( Acquitance Roll )

১৬। আহ্‌মদী পত্রিকার জমা খরচ বহি ( Account Book of The Ahmadi )

১৭। আহ্‌মদী পত্রিকার গ্রাহকদের রেজীষ্টারী বহি ( Register of Ahmadi Subscribers )

১৮। আসবাব পত্রের তালিকার বহি ( Stock book of Furniture etc. )

১৯। চাঁদার মোকামী আঞ্জোমনের অংশ বাবত বহি ( Register of Eight percent cut of the local Anjumans. )

২০। তবলীগে-খাসের রেজীষ্টারী বহি ( Register of Tabligh-khas )

২১। দাতব্য চিকিৎসালয়ের জিনিষ পত্রের তালিকা বহি ( List of Articles of Charitable Dispensary )

২২। বিষয় সম্পত্তির রেজীষ্টারী ( Property Register )

২৩। চিঠি প্রেরণের খাতা ( Register of letters issued )

২৪। চিঠি প্রাপ্তির রেজীষ্টারী বহি ( Register of letters Received )

উপরোক্ত বহিগুলি রাখা সম্বন্ধে এসিস্‌টেন্ট সেক্রেটারী সাহেবকে হেদায়েৎ দেওয়া গেল।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বেতন ভোগী কর্ম্মচারী ও জেনারেল সেক্রেটারী অডিট রিপোর্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন। বিশেষ করিয়া তাঁহারা ও মোবাল্লেগীন প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে ডাইরীর এক প্রস্থ নকল এবং হিসাব রক্ষক পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব এবং কি কি বাবত কতটাকা তহবিল রহিল তাহার বিবরণ সহ একটি রিপোর্ট এবং কর্ম্মচারীদের মাহিনার বিল, আমার নিকট পাঠাইবেন।

আবুল হুসেন
আমীর ( কায়েম মোকাম ) বঃ প্রাঃ আঃ আঃ

## লোকেল আঞ্জোমনের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীদের প্রতি—

অডিটার সাহেবের রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখা গেল যে কোন আঞ্জুমানেই হিসাব পত্রাদি সঠিক ভাবে রাখিতেছেন না। ইহা বাস্তবিকই বড় পরিতাপের বিষয়। অতএব নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, প্রত্যেক মোকামী আঞ্জুমনই মাসকাবারীর ফরম পূরণ করিয়া তাহার অপর সাদা পৃষ্ঠায় প্রতিমাসের আয় ব্যয়ের হিসাব লিখিয়া এবং তাহার এক প্রস্থ নকল রাখিয়া পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের ভিতর প্রভিন্সিয়েল আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ায় পাঠাইয়া দিবেন এবং চাঁদা ইত্যাদি বাবত যখন যে টাকা আদায় করেন তাহা অগৌনে প্রভিন্সিয়েল আঞ্জুমনে জমা দিবেন।

যে সমস্ত মেম্বার বৎসরাধিক কাল যাবত রীতিমত চাঁদা আদায় করিতেছেন না তাঁহাদের নামের লিষ্ট তৈয়ার করিয়া ১লা

ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বেই প্রাদেশিক আঞ্জুমানে পাঠাইয়া দিবেন যেন ঐ সমস্ত চাঁদা অনাদায়কারী মেম্বারদের সম্বন্ধে আগামী প্রাদেশিক মজলিশে শুরায়, যাহার অধিবেশন ডাকুয়াতে ৯ই এবং ১০ই ফেব্রুয়ারীতে হইবার সম্ভাবনা আছে, তথায় আলাপ আলোচনা হইতে পারে।

কোন আঞ্জুমনেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রীতিমত চাঁদা দিতেছেন না। যে চাঁদা আদায় হইয়াছে তাহাও অতি সামান্য। ইহাতে বুঝা যায় যে চাঁদা আদায়ের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। চাঁদা আদায়ের জন্য বিশেষ তৎপরতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানান যাইতেছে।

**আবুল হুসেন**

আমীর ( কায়েম মোকাম ) বঃ প্রাঃ আঃ আঃ

## অডিটার চাই

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার হিসাব পরীক্ষা ও সুশৃঙ্খলা করার জন্য উপযুক্ত অডিটার বা ইন্সপেক্টর চাই। প্রয়োজনীয় কমিসন দেওয়া হইবে। সত্বর আবেদন করুন।

**আবুল হুসেন**

আমীর ( কায়েম মোকাম ) বঃ প্রাঃ আঃ আঃ

## তহরীকে জদীদ নবম বৎসরের প্রতিশ্রুতি

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

১৯। ডাঃ মোহম্মদ ইউসুফ সাহেব ( শরগুনা )—৫।৵০

## ভুল সংশোধন

গত ৩১শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের তহরিকে জদীদের চাঁদা ভুলক্রমে ৫॥০ লিখা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে ১১৲ টাকা হইবে।

---

# "আহমদী" পত্রিকার

## নব বর্ষের চাঁদা মঃ ৩৲ টাকা আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে প্রেরণ করুণ।

কাগজের দুর্ম্মূল্য ও দুর্ল্ভ বিষয়ে আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকা সবিশেষ অবগত আছেন। তাহা সত্বেও এ যাবৎ আমরা রীতিমত পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। সাড়ে তিন টাকা রিমের কাগজ যখন ১৫৲ টাকা দরে বিক্রি হইতে চলিল, তখন আমরা কম দরের কাগজ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাও তখন প্রতি রিম ৮।৯৲ টাকা দরে খরিদ করিয়া আসিতেছিলাম। কাগজের দর এত বাড়িয়া যাওয়া সত্বেও আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে আগেকার মত ১৯৪২ ইং সনের জন্যও কন্‌সেশন দেওয়া হইয়াছিল। এবার এই নিরস কাগজই রিম প্রতি ২৮৲ আটাইশ টাকা দরে কলিকাতা বিক্রি হইতেছে। এখানে আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহাহউক হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহের ( আইঃ ) খোৎবা ও বর্ত্তমান জগতের নব নব পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁহার আবশ্যকীয় উপদেশ ও নির্দ্দেশাবলী আমাদের সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাদের নিকট পাঠাইতে সচেষ্ট থাকিব কিন্তু **উল্লিখিত কারণে এবার পূর্ব্বের ন্যায় কোনরূপ কন্‌সেশন দেওয়া সম্ভবপর হইবে না।** সুতরাং আহমদীর সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে অনুরোধ করি, তাহারা যেন আহমদীর বাবত আগামী ১৯৪৩ ইং সনের চাঁদা মঃ ৩৲ টাকা জানুয়ারী মাসের মধ্যে পাঠাইয়া দেন, এবং নূতন গ্রাহকভুক্ত করিয়া আহমদী পত্রিকার সাহায্য ও আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। টাকার যোগাড় পূর্ব্ব হইতে না হইলে এই সঙ্কট সময় কাগজ খরিদ করিয়া রাখা যাইবে না এবং এই কারণে "আহমদী" পত্রিকা প্রকাশে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। কাজেই আপনাদের সকলের সহযোগীতা আমরা প্রার্থনা করিতেছি। **'আহ্‌মদীর' চাঁদা মং ৩৲ তিন টাকা বাবত ১৯৪৩ইং সন অতি সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।** উল্লিখিত কারণে পৃথক তাকিদ চিঠি দেওয়া সম্ভবপর হইবে না।

ম্যানেজার—"আহ্‌মদী" পত্রিকা, ৪নং বক্সিবাজার রোড ঢাকা।

---

# 'তাহরীকে জদীদ' নবম বৎসর

যাহারা ২৫শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোন কারণে নবম বৎসরের বাবত তাহাদের প্রতিশ্রুতি পাঠাইয়া 'ছাবেকুনে' দাখিল হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাহারা অন্ততঃ ১৯৪৩ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি পাঠাইয়া দিবেন এবং হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহর ( আইঃ ) দোয়া লাভ করিতে যত্নবান হইবেন। প্রতিশ্রুতি গ্রহণের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বৃথা কাল হরণ করিবেন না।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ, ঢাকা।

---

## 'ফতেহ ইস্‌লাম' 'ফতেহ ইস্‌লাম'

হজরত মসিহ্‌ মাউদের ( আঃ ) পুস্তক 'ফতেহ্‌ ইস্‌লাম' বাংলা ভাষায় অনুদিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে—আল্‌-হামদুলিল্লাহ্‌, অল্প সংখ্যক ছাপান হইয়াছে। অতি সত্বর আবেদন করুন। তবলীগ কার্য্যে ইহা বড়ই সাহায্য করিবে, ইন্‌সাল্লাহ।

মূল্য প্রতি কপি—৵০ দুই আনা মাত্র ; এক টাকায় বার খানা পাওয়া যায়, সাত টাকায় একশত খানা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া বুক এজেন্সি,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

# নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জলসা

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## অতিথি সেবা

বিগত ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর কাদিয়ানের আহমদীয়া বিশ্ব সম্মিলনীতে যে ৩০,০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের সেবা শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত করিবার ভার হজরত মীর মোহম্মদ ইসহাক সাহেবের উপর ন্যাস্ত করা হয়। তিনি এই মহৎ কার্য্যকে সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার নিমিত্ত সমগ্র কার্য্যকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—

১। ভাণ্ডার ও সরবরাহ বিভাগ—এই বিভাগের কার্য্য পরিচালনের জন্য মৌলবী কাজি মোহম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব বি-এ, বি-টিকে নাজেম ও মৌলবী আবদুর রহমান সাহেব "মৌলবী ফাজেল"কে সহকারী নাজেম নিযুক্ত করেন।

২। রন্ধন ও আহারাদি করাইবার ও শুয়াইবার বিভাগ,—এই বিভাগের কার্য্যকে তিনটি কেন্দ্রে বিভক্ত করা হয়। (ক) সহর কেন্দ্রের জন্য ডাক্তার মোহম্মদ তুফায়েল খাঁ সাহেবকে নাজেম নিযুক্ত করেন। তিনি ২৭টি চোলা দ্বারা এই কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করেন। (খ) দারুল-উলুম কেন্দ্রে প্রফেসার আখন্দ মোহম্মদ আবদুল কাদের সাহেব এম-একে নাজেম নিযুক্ত করেন, তিনি ৪০টি চুলা দ্বারা এই কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করেন। (গ) দারুল ফজল কেন্দ্রে সাহেব জাদা মীরজা মনসুর আহমদ সাহেবকে নাজেম নিযুক্ত করেন, তিনি ১৮টি চুলা দ্বারা ইহার সুবন্দোবস্ত করেন। এই সকল নাজেমের অধিনে বহু সংখ্যক সহকর্ম্মী ও ভলান্টিয়ার নিযুক্ত থাকিয়া রন্ধন ও আহারাদির কার্য্য অতি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করেন।

৩। চিকিৎসা বিভাগ—এই বিভাগের নাজেম ডাঃ হাশমতুল্লাহ সাহেব ছিলেন। তাহার অধিনে থাকিয়া ডাঃ রহিম বখশ সাহেব, ডাঃ মোহম্মদ দীন সাহেব, ডাঃ নজির আহমদ সাহেব ও ডাঃ মহাম্মদ আহমদ সাহেব প্রভৃতি দিবারাত্র চিকিৎসা কার্য্য পরিচালন করিয়া এই বিভাগের কার্য্যকে সুসম্পন্ন করেন।

৪। পাহাড়া দেওয়ার বিভাগ—এই বিভাগের কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পরিচালন করা হয়, যথা—(ক) কাসরে খেলাফতের পাহাড়ার ইঞ্চার্জ্জ মিঞা গোলাম মোহম্মদ আখতার ও তাহার সহকর্ম্মী মিঞা শামসুদ্দিন, মীরজা আরশদ বেগ ও চৌধুরী আবদুল কাদের সাহেব ছিলেন। (খ) রাস্তা ও সভা ক্ষেত্রের পাহাড়ার ইঞ্চার্জ্জ চৌধুরী আসাদুল্লা খাঁ সাহেব বারিষ্টার ও তাহার সহকর্ম্মী সর্দ্দার করম দাদ খাঁ সাহেব, সর্দ্দার নজীর হুসেন খাঁ সাহেব ও খান মীর খাঁ সাহেব ছিলেন। তাঁহাদের অধিনে বহু আহমদীয়া ভলান্টিয়ার এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

এই সমস্ত কার্য্য ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যাদি খোদ্দামুল আহমদীয়া সমিতির মেম্বরগণ সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। এই সমিতি জনসেবার উদ্দেশ্যে সভা ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে সমিতির নিজ পতাকা উত্তোলনক্রমে কেম্প স্থাপন করিয়াছিল।

## আহমদীয়া পতাকা উত্তোলন

সম্মিলনীর কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই খোদ্দামুল আহমদীয়া সমিতির মেম্বরগণ বক্তৃতা মঞ্চের নিকটে আহমদীয়া পতাকা উত্তোলন করে এবং সভার শেষ পর্য্যন্ত ইহার তত্ত্বাবধান করিতে থাকে।

## দীক্ষা গ্রহণ

এই সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষে ২০২ জন লোক হজরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসিহের পবিত্র হস্তে বয়েত করিয়া আহমদী সেলসেলায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে ১৬ জন মহিলা ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করেন ও আহমদীয়ৎ বা প্রকৃত ইসলামের সেবা করিতে তৌফিক দেন। আমীন।

## সম্মিলনীর প্রথম দিবস

বিগত ২৫শে ডিসেম্বর বেলা ১১ ঘটিকার সময় হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) সম্মিলনীর উদ্বোধন বক্তৃতা আরম্ভ করেন। বক্তৃতা ক্রমাগত অর্দ্ধঘন্টা কাল চলিতে থাকে। অতঃপর তিনি সভাক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করেন। তিনি যখন বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইতেছিলেন তখন সভার চতুর্দ্দিক হইতেই "আল্লাহু আকবর" ধ্বনী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

ইহার পর এই অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে হায়দরাবাদ নিবাসী জনাব শেঠ আবদুল্লা আল্লাহদীন সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রফেসার কাজী মোহম্মদ আসলম সাহেব এম-এ, "আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর মহিম-বিকাশ" সম্বন্ধে অতি গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব মোবাল্লেগ জনাব ডাঃ মুফতি মোহম্মদ সাদেক সাহেব "হজরত ইসা (আঃ) এর কবর আবিষ্কার" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর আফ্রিকার ভূতপূর্ব্ব মোবাল্লেগ জনাব আবদুর রহিম নাইয়ার সাহেব "ভারতের বাহিরে আহমদীয়ৎ বা প্রকৃত ইসলামের প্রচার" সম্বন্ধে অতিশয় হৃদয় আকর্ষণকারী বক্তৃতা শেষ করিলে, এই তারিখের প্রথম বৈঠক শেষ হয়।

উক্ত ২৫শে ডিসেম্বর জুম্মার ও আসরের নমাজের পর "খান বাহাদুর" চৌধুরী আবুল হাসিম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে ২য় বৈঠকের কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্ব প্রথমে হাফেজ শফিক আহমদ সাহেব কোরান শরীফ পাঠ করেন অতঃপর "খান সাহেব" মৌলবী জুলফুকার আলী সাহেব গাওহার, উর্দ্দু কবিতা অতিশয় মধুর স্বরে পাঠ করিয়া ছিলেন। ইহার পর মৌলবী মোহম্মদ ইয়ার সাহেব "দজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব" সম্পর্কে ও মৌলবী আবদুল গফুর সাহেব "ক্রোশ ধ্বংশ সাধন" সম্পর্কে এবং জনাব মৌলানা সৈয়দ জয়নাল আবেদীন আলিউল্লাহ শাহ সাহেব "হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর

বিশ্বব্যাপী বুদ্ধ সম্পর্কীত ভবিষাৎবাণী" সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদানে ২য় বৈঠকের কার্য্য শেষ করেন।

উক্ত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখের ৩য় বৈঠকের কার্য্য সন্ধ্যা ৮½ ঘটিকার সময় মছজিদে আকসায় প্রফেসার কাজী মোহম্মদ আসলম সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। কোরান ও কবিতা পাঠের পর মৌলবী আবদুল মুগনী খাঁ সাহেব, নাজেরে দাওত ও তবলীগ এই বৈঠকের গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলেন, দিনের বৈঠকের ন্যায় এই বৈঠকও হজরত আমীরুল মোমেনীনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কায়েম করা হইয়াছে। অতএব সকল আহমদীগণের এই বৈঠককেও গুরুত্ব প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার পর ক্রমাগত মৌলবী আবদুল মালেক সাহেব "এলহামের প্রয়োজনীয়তা" সম্পর্কে ও মৌলবী আবদুর রহমান সাহেব খাদেম গুজরাটী "হজরত মোহম্মদ (সাঃ) এর পর নবুয়ত বন্ধ না হওয়া" সম্পর্কে এবং মৌলবী আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব "কেকাহের বৈষম্য" আলোচনা করিয়া হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর শিক্ষা পেশ করিয়া "ফেকাকে" গৌরবান্বিত করিয়া বক্তৃতা প্রদান করতঃ সভার কার্য্য শেষ করেন।

## সম্মিলনীর দ্বিতীয় দিবস

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর বেলা ১১ ঘটিকার সময় প্রথম বৈঠক জনাব নওয়াব চৌধুরী মোহম্মদ দীন সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ হাফেজ শফিক আহমদ সাহেব কোরাণ শরিফ এবং শবির আহ্‌মদ সাহেব উর্দ্দু কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর মৌলবী মহাশা মোহম্মদ ওমর সাহেব, "হজরত মসিহে মাওউদের (আঃ) কৃষ্ণ অবতার হওয়া" সম্পর্কে, ও মৌলবী আবুল বরাকাত গোলাম রসুল সাহেব রাজেকী 'কোরবানীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব' এবং মৌলবী মোহম্মদ সলিম সাহেব 'খাতামুন্নবীইনের' বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করতঃ এই বৈঠকের কার্য্য শেষ করেন।

উক্ত ২৬শে ডিসেম্বর জুহর ও আসরের নমাজের পর ২য় বৈঠক আরম্ভ হয় ও হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করেন। অতঃপর হাফেজ শফিক আহ্‌মদ সাহেব কোরান শরিফ পাঠ করেন। ইহার পর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ (আইঃ) বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হন এবং মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার "পারিতুষিক-পতাকা" পুরস্কার স্বরূপ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া মহল্লা 'দারুর-রহমত' কাদিয়ানের জয়ীম গোলাম হুসেন সাহেবের হাতে প্রদান করেন। তৎপর বেলা ২॥ ঘটিকার সময় তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ হয় ও পৌনে তিন ঘন্টার পর শেষ হয়। এই বক্তৃতা ইনশা আল্লা শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে।

## সম্মিলনীর তৃতীয় দিবস

বিগত ২৭শে ডিসেম্বর বেলা ১১ ঘটিকার সময় প্রফেসার মৌলবী আলী আহ্‌মদ সাহেব ভাগলপুরীর সভাপতিত্বে প্রথম বৈঠক আরম্ভ হয়। সর্ব্ব প্রথম মৌলবী ফজুর রহমান সাহেব বাঙ্গালী, কোরান শরিফ পাঠ করেন। অতঃপর হজরত মৌলবী শের আলী সাহেব "হজরত মসিহে মাওউদের (আঃ) নিকট মকামে মোহম্মদ" সম্বন্ধীয় তদীয় রচনার একাংশ পাঠ করিয়া শুনান যাহা শীঘ্রই প্রচার করা হইবে। ইহার পর হজরত সাহেবজাদা মীরজা নাসের আহ্‌মদ সাহেব, প্রিন্সিপাল জামেয়ায় আহ্‌মদীয়া, 'ইসলামী সভ্যতাকে অপরের সহিত তুলনা করিয়া জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং কাজী মোহম্মদ নজীর সাহেব লায়েলপুরী খেলাফৎ ও শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামৎ সম্বন্ধে ও মৌলবী আবুল আতা সাহেব জলন্ধরী 'হজরত মসিহে মাওউদের (আঃ) এলমে-কালামের বিশেষত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়া এই বৈঠক শেষ করেন।

উক্ত ২৭শে ডিসেম্বর জুহর ও আসরের নমাজের পর ২য় বৈঠক বেলা ৩ ঘটিকার সময় আরম্ভ হয়। হাফেজ ফতেহ মোহম্মদ সাহেব কোরান শরিফ পাঠ করিলে পর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) ইসলামী নব-নেজাম গঠন সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়া সভা মণ্ডলীর হৃদয় আকর্ষন করেন।

তিনি বক্তৃতা প্রদান করিতে গিয়া বলেন, আমি বিগত জুম্মার খোতবায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে অনতি বিলম্বেই 'তহরীকে জদীদের' এক নূতন শাখা সম্বন্ধে এক বর্ণনা জন সাধারণে প্রকাশ করিব কিন্তু পরক্ষনেই স্থির করিলাম যে উহা কোন খোতবায় প্রকাশ না করিয়া বার্ষিক অধিবেশনেই প্রকাশ করিব। অতএব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অদ্য ঐ শাখার বিষয় বর্ণনা করিব।

পৃথিবীতে ছোট বড়, ধনী দরিদ্রের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং দরিদ্রগণ যে দুঃখ কষ্টে জড়িত তৎবিষয়ে এক বিস্তৃত সমালোচনার পর বলেন, দরিদ্রদের দুঃখ কষ্ট নিবারনের জন্য বর্ত্তমানে পৃথিবীতে তিনটি আন্দোলনই প্রবল যথা,—বলশেভিক ইজম, নেশনেল-ইজম ও ইম্পেরিয়াল-ইজম। এই তিনটি আন্দোলনের বিস্তৃত সমালোচনা করিবার পর ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু, মুসলমান এই চারটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের শিক্ষার সমালোচনা করিয়া বলেন যে এক মাত্র ইসলামেই দুনিয়ার বিপদ আপদ ও দুঃখ কষ্টের প্রতিকার রহিয়াছে। ইহার পর বলেন, ধর্ম্ম, যে দাসত্বের প্রথা প্রচলন করিয়াছিল, তাহাকে ইসলামী শিক্ষা একেবারে বিদূরীত করিয়াছে—উহাতে দরিদ্রতা ও অধিনতার দুঃখ কষ্টকে দূরিভূত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অতঃপর তিনি ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া ওয়ারিশান, সুদের নিষেধ, জকাত ও সদকাৎ প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণনা করেন। ইহার পর বলেন, নব-নেজামের ভিত্তি বর্ত্তমান যুগের আল্লার প্রেরিত মহাপুরুষ, হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ১৯০৫ ইং সালে 'আল-অসিয়ৎ' নামক পুস্তক প্রচারে স্থাপন করিয়াছেন। যখন অসিয়তের নেজাম পূর্ণ হইবে তখন ইহা দ্বারা কেবল তবলীগই করা হইবে না বরং ইসলামের শিক্ষানুযায়ী মানুষের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয়তা নিবারণ করা হইবে। দুঃখ, কষ্ট ও অভাবকে পৃথিবী হইতে মুছিয়া দেওয়া হইবে, ইনশাআল্লা। নিরাশ্রিতকে ভিক্ষা বৃত্তি করিতে হইবে না, বিধবাকে যাচ্ঞা করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে না, বিষয় সম্পদহীনকে চিন্তিত হইতে হইবে না কারণ অসিয়ত এই সমস্তের ব্যবস্থা করিবে কিন্তু এই কার্য্য সময় সাপেক্ষ। যখন সকল পৃথিবীতে বহু পরিমানে আহমদীয়ৎ বিস্তার লাভ করিবে তখন ইহা কার্য্যে পরিনত হইবে। এই জন্য

Regd. No. C.–1356
The Fortnightly Ahmadi
4, Bakshi Bazar Rd., Dacca
Dated, the 15th January, 1943.

পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা আমার হৃদয়ে তহরিকে জদীদের ইঙ্গিত করেন যেন এখন হইতেই একটি কেন্দ্রিয় ফাণ্ড স্থাপন ক্রমে একটি সম্পত্তি ক্রয় করা যায়, যাহা দ্বারা আহমদীয়তের প্রচার কার্য্যকে প্রসারিত করা যাইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসিয়ত ও বিস্তার লাভ করিবে এবং নব-নেজামের সময় নিকটবর্ত্তী হইবে। অতএব যাহারা তহরীকে জদিদের অংশ গ্রহণ করেন তাহারা অসিয়তের নেজামকে প্রসারিত করিতে সাহায্য করেন এবং যাহারা অসিয়ত করে তাহারা নব-নেজাম গঠনে সাহায্য প্রদান করেন।

এই বক্তৃতা ক্রমাগত সন্ধ্যা সোয়া সাত ঘটিকা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ইহার পর সকল সভা মণ্ডলীকে বিদায়ের অনুমতি প্রদানান্তে এক সুদীর্ঘ দোয়া পাঠের পর সভার কার্য্য সফলতার সহিত সমাপ্ত হয়।

## মহিলা অধিবেশন

বিগত ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর 'তালিমুল ইসলাম হাই স্কুলের পশ্চিম পার্শে মহিলাদের সভাক্ষেত্রে মহিলাদের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে ১২০৬৯ মহিলা সমবেত হইয়াছিল। প্রোগ্রাম অনুযায়ী কতিপয় মহিলা বক্তৃতা করেন এবং লাউডস্পিকারের সাহায্যে পুরুষদের সভা হইতে হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) কতিপয় বুজুর্গানের বক্তৃতা শ্রবণ করা হয়। এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশ করা যাইবে।

## মজলিসে খোদ্দামোল আহমদীয়ার সভা

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর দিবাগত সন্ধ্যায় কাদিয়ানের মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার তত্ত্বাবধানে মাদ্রাসায় আহমদীয়াতে এক সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় মাষ্টার মোহম্মদ শফি সাহেব আসলম্ ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে হজরত মসিহে মাওউদের (আঃ) বর্ত্তমান যুদ্ধ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন। এই সভায় সভাগণকে টিকেট ক্রয় করিয়া প্রবেশ করিতে হইয়াছে।

ইহার পর মসজিদে আকসায় হজরত সাহেব জাদা মীরজা নাছের আহ্‌মদ সাহেবের সভাপতিত্বে "বক্তৃতার-প্রতিযোগীতা" মূলক এক সভা হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল "**আহ্‌মদীয়তের প্রকৃত সেবকের বিশেষত্ব**" এই প্রতিযোগীতা খোদ্দামে আহমদীয়ার মেম্বরগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বক্তৃতার বিচার করার জন্য তিন জন বিচারক দ্বারা কমিটি গঠন করা হইয়াছিল, যথা—(১) সাহেবজাদা মীরজা মোজাফর আহমদ সাহেব (২) মালিক আবদুর রহমান সাহেব খাদেম, (৩) শেঠ মোহম্মদ আজম সাহেব। এই কমিটির মীমাংশা অনুসারে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। যথা—

১। জালালুদ্দিন সাহেব "কমর" সাং হালকা মছজিদে ফজল কাদিয়ান (১ম)।

২। আখুন্দ ফয়েজ আহমদ সাহেব সাং মহল্লা দারুল ফজল, কাদিয়ান (২য়)।

৩। কাজী বশির আহমদ সাহেব সাং শিয়ালকুট (৩য়)।

—বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান—

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ—ভারতের সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম্-এ এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

**মৃতসঞ্জীবনী** (রেজিষ্টার্ড)—প্রসূতিকে সেবন করাইতেই হইবে। জ্বর, সূতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাল্পতা রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি অবস্থায় সর্ব্বদা প্রযোজ্য। মূল্য বড় বোতল ৪৷৷০, মধ্যম ২৷৷০ ও ছোট ১৷৷০ টাকা মাত্র।

**মকরধ্বজ** (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)—নিত্যপ্রয়োজনীয় ও সর্ব্বরোগ নাশক। তোলা ৪৲।

**বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাস**—সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক ও অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ। সের ৩৲ টাকা।

**শুক্রসঞ্জীবন** (রেজিষ্টার্ড)—ইহা সেবনে ধাতু দৌর্ব্বল্য, রক্ত হীনতা, স্বপ্নদোষ প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ণ। সের ১৬৲ টাকা।

**অবলাবান্ধব যোগ**—প্রদর, বাধক, প্রভৃতি জরায়ু দোষ ও মাবতীয় দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ৭ মাত্রা ২৲ ৫০, মাত্রা ৫৲

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. L. from the War Printing Works, Wari, Dacca, (Bengal).